Ramadan 2025

March 2, Sunday

١٨٦٥۔ عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُّبَارَكٌ فَرَضَ اللّٰهُ عَلَیْكُمْ صِیَامَهٗ تُفْتَحُ فِیْهِ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِیْهِ اَبْوَابُ الْجَحِیْمِ وَتُغَلُّ فِیْهِ مَرَدَةُ الشَّیَاطِیْنِ لِلّٰهِ فِیْهِ لَیْلَةٌ خَیْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ مَّنْ حُرِمَ خَیْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ ۔

رواه احمد والنسائی

১৮৬৫। হযরত আবু হুরাইরা, রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের জন্য রমযানের মুবারক মাস এসে পড়েছে। এ মাসে রোযা রাখা আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য ফরয করে দিয়েছেন। এ মাসে আসমানের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং বন্ধ করে দেয়া হয় এ মাসে জাহান্নামের দরজাগুলো। এ মাসে বিদ্রোহী শয়তানগুলোকে বন্দি করে ফেলা হয়। এ মাসে একটি রাত আছে যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রয়েছে ; সে অবশ্য অবশ্যই প্রত্যেক কল্যাণ হতেই বঞ্চিত রইলো।–আহমাদ, নাসাঈ

١٢١٥ . وَعَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رض قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ لَهٗ اِلَّا الصِّیَامَ فَاِنَّهٗ لِیْ وَ اَنَا اَجْزِیْ بِهٖ وَالصِّیَامُ جُنَّةٌ فَاِذَا كَانَ یَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلَا یَرْفُثْ وَ لَا یَصْخَبْ فَاِنْ سَابَّهٗ اَحَدٌ اَوْقَاتَلَهٗ فَلْیَقُلْ : اِنِّیْ صَائِمٌ وَالَّذِیْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهٖ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْیَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِّیْحِ الْمِسْكِ- لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ یَفْرَحُهُمَا اِذَا اَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهٖ وَاِذَا اَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهٖ وَاِذَا لَقِیَ رَبَّهٗ فَرِحَ بِصَوْمِهٖ - متفق علیه

Ramadan 2025

১২১৫. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ মানুষের সমস্ত আমল তার (নিজের) জন্যে; কিন্তু রোযা শুধু আমার জন্যে এবং আমিই তার প্রতিফল দেবো। রোযা হচ্ছে ঢাল স্বরূপ; অতএব, তোমাদের মধ্যে যে কেউই রোযা রাখবে, সে যেন অর্থহীন কথাবার্তা না বলে এবং কোনরূপ হৈ-হল্লা না করে। যদি কোনো ব্যক্তি তাকে গালাগাল করে কিংবা লড়াই করতে চায় তবে সে যেন বলে দেয়, আমি রোযাদার। যে মহান সত্তার হাতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন তার কসম! রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র কাছে কস্তুরীর ঘ্রাণের চেয়েও প্রিয়। রোযাদারের জন্যে দুটি খুশির বিষয় রয়েছে; যখন সে ইফতার করে, তখন খুশি হয়। আর যখন সে আপন প্রভুর সাথে সাক্ষাত করবে, তখন সে নিজের রোযার কারণে খুশি হবে।

(বুখারী ও মুসলিম)

March 3, Monday

মাসআলা-৪৮ : তারাবীর নামাজ পূর্বের সকল সাগীরা গুনাহের জন্য ক্ষমার কারণ হয়ে থাকে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ–

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের নিয়তে রমযানে কিয়াম তথা তারাবী পড়বে, তার অতীতের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (বুখারী)

Ramadan 2025

March 4, Tuesday

١٨٦٣۔وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مَائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلاَّ الصَّوْمَ فَاِنَّهُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ يَدَعُ شَهْوَتَهٗ وَطَعَامَهٗ مِنْ اَجْلِىْ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهٖ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهٖ وَلَخَلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَاِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ فَاِنْ سَابَّهٗ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهٗ فَلْيَقُلْ اِنِّىْ امْرُءٌ صَائِمٌ۔ متفق عليه

১৮৬৩। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী আদমের প্রত্যেকটি নেক আমল দশগুণ থেকে সত্তরগুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, কিন্তু রোযা এর ব্যতিক্রম। রোযা আমার জন্য এবং আমিই এর বিনিময় দান করি। (কারণ) রোযাদার প্রবৃত্তির তাড়নাও নিজের খাবার দাবার শুধু আমার জন্য পরিহার করে। রোযাদারের জন্য দুটি খুশী। একটি খুশী ইফতার করার সময় আর দ্বিতীয় খুশী আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করার সময়। মনে রাখবে রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তাআলার নিকট মেশকের গন্ধের চেয়েও বেশী পবিত্র ও পসন্দনীয়। রোযা ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ যেদিন রোযাদার হবে যেনো ফাহেশা কথাবার্তা না বলে আর অনাহুত উচ্চবাক্য না করে। যদি কেউ তাকে গালি গালাজ অথবা তার সাথে ঝগড়া ফাসাদ করতে চায়, সে যেনো বলে দেয়, 'আমি রোযাদার'।–বুখারী, মুসলিম

March 5, Wednesday

١٨٦٢۔ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَلَهٗ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ ۔ متفق عليه

১৮৬২। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতেসাব সহকারে রোযা রেখেছে, তার আগের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহতেসাব সহকারে নামায পড়েছে তারও আগের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। সে ব্যক্তি লাইলাতুল কদরে ঈমান ও ইহতেসাব সহকারে (রাতে) নামায পড়েছে তারও আগের সব গুনাহ্ খাতা মাফ করে দেয়া হবে।–বুখারী, মুসলিম

Ramadan 2025

March 6, Thursday

٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ .

متفق عليه

৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ পাঁচটি জিনিসের উপর ইসলামের ভিত্তি নিহিত। এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দাহ ও রাসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, হজ্জ পালন করা এবং রমযান মাসের রোযা রাখা (বুখারী ও মুসলিম)।

ব্যাখ্যা ঃ ইসলামের দৃষ্টান্ত দালানের সাথে দেয়া যেতে পারে। যেভাবে একটি সুউচ্চ দালান দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিচে ভিত্তিমূলের কলাম বা পিলার না থাকে। ঠিক একইভাবে ইসলামেরও পাঁচটি বুনিয়াদী পিলার বা কলাম আছে। এই পাঁচটি জিনিস ব্যতীত কোন ব্যক্তি ইসলামের অস্তিত্ব তার মধ্যে আছে প্রমাণ দিতে পারে না। এই হাদীসে ইসলামের এই পাঁচটি ভিত্তিমূলের স্তম্ভের কথা বলা হয়েছে। এগুলো হলো ঃ তৌহিদ ও রিসালাতের আকীদা, নামায, যাকাত, হজ্জ ও রমযান মাসের রোযা। যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বানাতে ও রাখতে চায় তাকে অবশ্যই নিজের আকীদা, চিন্তা, আমল ও আখলাকী যিন্দিগীর ভিত্তি এই পাঁচটি স্তম্ভের উপর নির্মিত করতে হবে। এরপর এই ইমারতের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য দরজা, জানালা, আস্তর, চুনকামসহ যতো কারুকার্য করবে, ততই ইমারতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। ঠিক একইভাবে ইসলামের এই পাঁচটি বুনিয়াদী স্তম্ভ ঠিক হলে ওয়াজিব, সুন্নতও নফল ইবাদত, মোয়ামালাত, চারিত্রিক গুণাবলী, আমানতদারী, ওয়াদা পালন ইত্যাদি গুণাবলী ইসলামের শ্রীবৃদ্ধি করবে। সৌরভ ও গৌরব বাড়াবে। গোটা দুনিয়ায় সুখ্যাতি ছড়াবে। সারা বিশ্বকে ইসলাম প্রভাবিত করবে।

Ramadan 2025

March 7, Friday

১২৩০. হযরত যায়েদ বিন্ সাবিত (রা) বর্ণনা করেন ঃ আমরা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সেহরী খেলাম তারপর আমরা নামাযের জন্যে দাঁড়িয়ে গেলাম। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ এ দুয়ের মাঝে কতটা ব্যবধান ছিল ? বলা হলো ঃ মোটামুটি পঞ্চাশ আয়াত পড়ার মতো সময় ছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٣١ . وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ كَانَ لِرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُؤَذِّنَانِ بِلَالٌ، وَّ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْ وَاشْرَبُوْ حَتّٰى يُؤَذِّنَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا اِلَّا اَنْ يَّنْزِلَ هٰذَا وَيَرْقٰى هٰذَا - متفق عليه

March 9, Sunday

১২১৯. হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের তাগিদে এবং সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে রমযান মাসে রোযা রাখে, তার পূর্বেকার গুনাহ মাফ হয়ে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

١٢٢٠ . وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: اِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ النَّارِ وَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ - متفق عليه

Ramadan 2025

March 10, Monday

١٢١٧ . وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رض عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اِنَّ فِى الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ اَيْنَ الصَّائِمُوْنَ فَيَقُوْمُوْنَ لَايَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ غَيْرِهُمْ فَاِذَا دَخَلُوْا اُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ اَحَدٌ - متفق عليه

১২১৭. হযরত আবু সাহ্‌ল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়ালাল্লাম বলেন ঃ জান্নাতের একটি দরজা আছে। তাকে বলা হয় রাইয়্যান। কিয়ামতের দিন এই দরজা দিয়ে কেবলমাত্র রোযাদাররা প্রবেশ করবে। তারা ছাড়া আর কেউ এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। বলা হবে, রোযাদাররা কোথায় ? তখন রোযাদাররা দাঁড়িয়ে যাবে। সেই দরজা দিয়ে তারা ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করবে না। যখন তারা সবাই ভিতরে প্রবেশ করে যাবে তখন দরজাটি বন্ধ করে দেয়া হবে এবং তারপর এই দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করবে না।

March 11, Tuesday

পারবে না, বাজেকথা বলে পরিবেশ নষ্ট করবে না। এ কারণে আল্লাহর রাসূল সঃ এ হাদীসে বলে দিয়েছেন, রোযা রেখে যদি মিথ্যাচার, চালবাজী, ধোঁকা ইত্যাদির মতো খারাপ কাজগুলো ত্যাগ না কর তাহলে এ শুধু শুধু পানাহর ত্যাগ করার মূল উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যায়। তাই শুধু শুধু এ পানাহার ত্যাগ করার কোনো প্রয়োজন আল্লাহর নেই। রোযার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাই মানুষের মধ্যে নৈতিকতা সৃষ্টির চেষ্টা চালাতে হবে। এসব ইবাদাতের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পেয়ে সাহাবীগণ দুনিয়ায় সাড়া জাগানো চরিত্রের অধিকারী হয়ে বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। তাদের নৈতিকতা দেখে দলে দলে অমুসলিমগণ ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

Ramadan 2025

March 12, Wednesday

١٩٠٢۔ عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَّمْ یَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهٖ فَلَیْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِیْ اَنْ یَّدَعَ طَعَامَهٗ وَشَرَابَهٗ ۔ رواه البخاری

১৯০২। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি (রোযাদার অবস্থায়) মিথ্যা কথা বলা ও এর উপর আমল করা পরিত্যাগ না করে, তার পানাহার ত্যাগ করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।–বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ ঈমান আনার পর আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে শারীরিক ইবাদাতের মাধ্যমে পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত করার ব্যবস্থা করেছেন। নামাযের পর রোযাই হলো মানুষকে পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত করাতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত বা প্রশিক্ষণ। এ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত লোকদের উপর সমাজ পরিচালনার কোনো দায়িত্ব এলে তারা কখনো নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মিথ্যা বলতে পারবে না। কাউকে ধোঁকা দিয়ে নিজে লাভবান হতে

اَمْثَالِهَا اِلٰی سَبْعِ مَائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی اِلاَّ الصَّوْمَ فَاِنَّهٗ لِیْ وَاَنَا اَجْزِیْ بِهٖ یَدَعُ شَهْوَتَهٗ وَطَعَامَهٗ مِنْ اَجْلِیْ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهٖ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهٖ وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْیَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِیْحِ الْمِسْكِ وَالصِّیَامُ جُنَّةٌ وَاِذَا كَانَ یَوْمُ صَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلاَ یَرْفُثْ وَلاَ یَصْخَبْ فَاِنْ سَابَّهٗ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهٗ فَلْیَقُلْ اِنِّیْ امْرُءٌ صَائِمٌ ۔ متفق علیه

১৮৬৩। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনী আদমের প্রত্যেকটি নেক আমল দশগুণ থেকে সত্তরগুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, কিন্তু রোযা এর ব্যতিক্রম। রোযা আমার জন্য এবং আমিই এর বিনিময় দান করি। (কারণ) রোযাদার প্রবৃত্তির তাড়নাও নিজের খাবার দাবার শুধু আমার জন্য পরিহার করে। রোযাদারের জন্য দুটি খুশী। একটি খুশী ইফতার করার সময় আর দ্বিতীয় খুশী আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করার সময়। মনে রাখবে রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তাআলার নিকট মেশকের গন্ধের চেয়েও বেশী পবিত্র ও পসন্দনীয়। রোযা ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ যেদিন রোযাদার হবে যেনো ফাহেশা কথাবার্তা না বলে আর অনাহুত উচ্চবাক্য না করে। যদি কেউ তাকে গালি গালাজ অথবা তার সাথে ঝগড়া ফাসাদ করতে চায়, সে যেনো বলে দেয়, 'আমি রোযাদার'।–বুখারী, মুসলিম

Ramadan 2025

١٩٠٦. وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللّٰهُ وَسَقَاهُ ـ متفق عليه

১৯০৬। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রোযা অবস্থায় ভুলে কিছু খেয়ে বা পান করে ফেলে, সে যেনো রোযা পূর্ণ করে। কেননা এ খাওয়ানো ও পান করানো আল্লাহর তরফ থেকেই হয়ে থাকে।–বুখারী, মুসলিম

March 13, Thursday

١٤٠٣. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلاَ ﴿لاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ﴾ الآيَةَ

১৪০৩. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে এর যাকাত আদায় করেনি, ক্বিয়ামাতের দিন তার সম্পদকে টেকো (বিষের তীব্রতার কারণে) মাথা বিশিষ্ট বিষধর সাপের আকৃতি দান করে তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে। সাপটি তার মুখের দু'পার্শ্ব কামড়ে ধরে বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার জমাকৃত মাল। অতঃপর আল্লাহর রসূল (ﷺ) তিলাওয়াত করেন :

﴿وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (آل عمران:١٨٠)

"আল্লাহ যাদেরকে সম্পদশালী করেছেন অথচ তারা সে সম্পদ নিয়ে কার্পণ্য করছে, তাদের ধারণা করা উচিত নয় যে, সেই সম্পদ তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে, বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর হবে। অচিরেই ক্বিয়ামাত দিবসে, যা নিয়ে কার্পণ্য করছে তা দিয়ে তাদের গলদেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হবে"– (আলু 'ইমরান ঃ ১৮০)। (৪৫৬৫, ৪৬৫৯, ৬৯৫৭) (আ.প্র. ১৩১২, ই.ফা. ১৩১৮)

Ramadan 2025

March 14, Friday

৮. এই মাসে স্বাওম পালন করা দশ মাসে স্বিয়াম পালন করার সমতুল্য যা ‘স্বাহীহ মুসলিম’ (১১৬৪)-এ প্রমাণিত আবূ আইয়ূব আল-আনসারীর হাদীস থেকে নির্দেশনা পাওয়া যায় যে, তিনি বলেছেন :

' من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر "

“যে রামাদ্বান মাসে স্বিয়াম পালন করল, এর পর শাউওয়ালের ছয়দিন স্বাওম পালন করল, তবে তা সারা জীবন স্বাওম রাখার সমতুল্য”।

March 16, Sunday

সহিহ বুখারী ৫০২০ ও ৫০২৮

٥٠٢٠. حدثنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ أَبُوْ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْأُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيْحُهَا طَيِّبٌ وَالَّذِيْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيْحَ لَهَا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِيْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلَا رِيْحَ لَهَا.

৫০২০. আবূ মূসা আশ‘আরী (রাঃ) সূত্রে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এ লেবুর মত যা সুস্বাদু এবং সুগন্ধযুক্ত। আর যে ব্যক্তি (মু'মিন) কুরআন পাঠ করে না, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন খেজুরের মত, যা সুগন্ধহীন, কিন্তু খেতে সুস্বাদু। আর ফাসিক-ফাজির ব্যক্তি যে কুরআন পাঠ করে, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে রায়হান জাতীয় লতার মত, যার সুগন্ধ আছে, কিন্তু খেতে বিস্বাদ। আর ঐ ফাসিক যে কুরআন একেবারেই পাঠ করে না, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ মাকাল ফলের মত, যা খেতেও বিস্বাদ এবং যার কোন সুগন্ধও নেই। [৫০৫৯, ৫৪২৭, ৭৫৬০] (আ.প্র. ৪৬৪৬, ই.ফা. ৪৬৫০)

Ramadan 2025

March 17, Monday

২/৩৯. অধ্যায় ঃ দীন রক্ষাকারীর মর্যাদা।

٥٢. حدثنا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ إِنَّ حِمَى اللهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ.

৫২. নু'মান ইব্‌নু বশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দেহজনক বিষয়- যা অনেকেই জানে না। যে ব্যক্তি সেই সন্দেহজনক বিষয়সমূহ হতে বেঁচে থাকবে, সে তার দীন ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে। আর যে সন্দেহজনক বিষয়সমূহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তার উদাহরণ সে রাখালের ন্যায়, যে তার পশু বাদশাহ্ সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে চরায়, অচিরেই সেগুলোর সেখানে ঢুকে পড়ার আশংকা রয়েছে। জেনে রাখ যে, প্রত্যেক বাদশাহ্‌রই একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। আরো জেনে রাখ যে, আল্লাহ্‌র যমীনে তাঁর সংরক্ষিত এলাকা হলো তাঁর নিষিদ্ধ কাজসমূহ। জেনে রাখ, শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরো আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখ, সে গোশতের টুকরোটি হল অন্তর। (২০৫১; মুসলিম ২২/২০ হাঃ ১৫৯৯, আহমাদ ১৮৩৯৬, ১৮৪০২) (আ.প্র. ৫০,ই.ফা. ৫০)

March 18, Tuesday

সহিহ বুখারী ৫৯৭৬

٥٩٧٦. حدثني إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ لاَ يَسْكُتُ.

৫৯৭৬. আবূ বাক্‌রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদের সব থেকে বড় গুনাহ সম্পর্কে সতর্ক করব না? আমরা বললাম ঃ অবশ্যই সতর্ক করবেন, হে

Ramadan 2025

আল্লাহ্‌র রসূল! তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন কিছুকে অংশীদার গণ্য করা, পিতা-মাতার নাফরমানী করা। এ কথা বলার সময় তিনি হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। এরপর (সোজা হয়ে) বসলেন এবং বললেন ঃ মিথ্যা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, দু'বার করে বললেন এবং ক্রমাগত বলেই চললেন। এমনকি আমি বললাম, তিনি মনে হয় থামবেন না। [২৬৫৪] (আ.প্র. ৫৫৪৩, ই.ফা. ৫৪৩৮)

March 19, Wednesday

কুরআনে পাকে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَعَهِدْنَآ اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ ـ

البقرة : ١٢٥

"অর্থাৎ আমি অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম ইবরাহীম ও তার পুত্র ইসমাঈল থেকে যে, তোমরা তাওয়াফকারী, ই'তেকাফকারী ও রুকূ' সেজদাকারীদের জন্য আমার এ ঘর কা'বাকে পাক পবিত্র রাখো।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১২৫

ই'তেকাফ হলো কোনো বিশেষ স্থানে বিশেষ সময়ে নিজেকে আবদ্ধ রেখে সব ত্যাগ করে একান্তভাবে আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকা। এজন্য মসজিদই হলো সবচেয়ে উত্তম স্থান। আর রমযানের শেষ দশ দিনই হলো সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। এ সম্পর্কিত হাদীসগুলো নিম্নরূপ ঃ

١٩٩٦ـ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتّٰى تَوَفَّاهُ اللّٰهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ اَزْوَاجُه مِنْ بَعْدِه ـ متفق عليه

১৯৯৬। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। (তিনি বলেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সবসময়ই মাসের শেষ দশ দিন 'ই'তেকাফ' করেছেন, তাঁর পরে তাঁর স্ত্রীগণও ই'তেকাফ করেছেন।–বুখারী, মুসলিম

March 20, Thursday

١٩٨٣ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوَتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ـ رواه البخارى

১৯৮৩। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শবে কদরকে রমযান মাসের শেষ দশ দিনের বিজোড় রাতে তালাশ করো।–বুখারী

Ramadan 2025

١٩٩٠۔ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ اِنْ عَلِمْتُ اَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا اَقُوْلُ فِيْهَا قَالَ قُوْلِيْ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ ۔ رواه احمد وابن ماجة والترمذى وَصَحَّحَهُ

১৯৯০। হযরত আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে বলে দিন, যদি আমি 'শবে কদর' পাই, এতে আমি কি দোয়া করবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বলবে, "আল্লাহুম্মা ইন্নাকা 'আফুওউন, তুহেব্বুল আফওয়া, ফাফু আন্নি" (অর্থাৎ হে আল্লাহ তুমিই মাফকারী। আর মাফ করাকে তুমি পসন্দ করো। অতএব তুমি আমাকে মাফ করে দাও।)–আহমদ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী।

March 21, Friday

١٧٢٣۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ اَوْصَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَمَرَبِهَا اَنْ تُؤَدّٰى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ اِلَى الصَّلٰوةِ ۔ متفق عليه.

১৭২৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের প্রত্যেক গোলাম, আযাদ, পুরুষ, নারী, ছোট-বড়ো সকলের উপর এক 'সা খেজুর', অথবা এক সা' যব সদকায়ে ফিতর হিসেবে ফরয করে দিয়েছেন। এ 'সদকায়ে ফিতর' ঈদুল ফিতরের নামাযের জন্য বের হয়ে যাবার আগে আদায় করে দেবার জন্যও তিনি হুকুম দিয়েছেন।–বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ গোলামের ফিতরা তার মালিক ও ছোটদের ফিতরা তার অভিভাবক আদায় করবে।

Ramadan 2025

March 23, Sunday

١٧٢٦ـ وَعَنْهُ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَ الصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَ طُعْمَةً لِّلْمَسَاكِيْنِ ـ رواه ابوداؤد.

১৭২৬। হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ হতে এ হাদীসটিও বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযাকে বেহুদা কথাবার্তা, খারাপ কথোপকথন থেকে পবিত্র করার ও গরীব মিসকীনকে খাবার দাবার দেবার জন্য সদকায়ে ফিতর ফরয করে দিয়েছেন।–আবু দাউদ

March 24, Monday

١٧٦٧ـ وَعَنْ اَسْمَاءَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْفِقِىْ وَلاَ تُحْصِىْ فَيُحْصِىَ اللّٰهُ عَلَيْكِ وَلاَ تُوْعِىْ فَيُوْعِىَ اللّٰهُ عَلَيْكِ ارْضَخِىْ مَااسْتَطَعْتِ ـ متفق عليه.

১৭৬৭। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যেসব জায়গায় ধন-সম্পদ খরচ করলে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন সেসব জায়গায় ধন-সম্পদ খরচ করতে থাকবে। (কতো খরচ করেছো তা) হিসাব করে দেখো না। (কি খরচ করেছো) আল্লাহই তার হিসাব করবেন। তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ (অভাবগ্রস্থ লোকদের থেকে) ফিরিয়ে রেখো না। (যদি রাখো) তাহলে আল্লাহ তাআলা তার ফযল রহমত তোমার থেকে ফিরিয়ে রাখবেন। অতএব যত পারো আল্লাহর পথে খরচ করো।–বুখারী, মুসলিম

١٧٦٨ـ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْفِقْ يَا ابْنَ اٰدَمَ اُنْفِقْ عَلَيْكَ ـ متفق عليه

১৭৬৮। হযরত আবু হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, হে বনী আদম! (আমার পথে) নিজের ধন-সম্পদ দান করো, তোমাকেও দান করা হবে।–বুখারী, মুসলিম

Ramadan 2025

March 25, Tuesday

١٢٢٢ . عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ اَجْوَدَ مَا يَكُوْنَ فِىْ رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ، وَكَانَ جِبْرِيْلُ يَلْقَاهُ فِىْ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْاٰنَ، فَلَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ اَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ - متفق عليه

১২২২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল লোকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল ছিলেন। (বিশেষ ভাবে) রমযান মাসে তিনি বেশি পরিমাণ দান-খয়রাত করতেন। এ সময় হযরত জিবরাঈল (আ) প্রথম তার সঙ্গে সাক্ষাত করতেন এবং রমযানের প্রতিটি রাতে তাঁকে কুরআন পড়ে শুনাতেন। হযরত জিবরাঈল (আ)-এর সাক্ষাতের ফলে তাঁর বদান্যতা বেড়ে যেত এবং বৃষ্টির চেয়েও অধিক বেগবান হতো। (বুখারী ও মুসলিম)

March 26, Wednesday

١٨٩١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيه عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّه أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ الصَّلاَة فَقَالَ الصَّلَوَات الْخَمْسَ إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا فَقَالَ أَخْبِرْنِي مَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ الصِّيَامِ فَقَالَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا فَقَالَ أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنْ الزَّكَاة فَقَالَ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ الله ﷺ شَرَائِعَ الْإِسْلاَمِ قَالَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لاَ أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلاَ أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ

১৮৯১. তালহা ইব্‌নু 'উবায়দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত যে, এলোমেলো চুলসহ একজন গ্রাম্য আরব আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর নিকট এলেন। অতঃপর বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে বলুন, আল্লাহ তা'আলা আমার উপর কত সলাত ফার্‌য করেছেন? তিনি বললেন ঃ পাঁচ (ওয়াক্ত) সলাত; তবে তুমি যদি কিছু নফল আদায় কর তা স্বতন্ত্র কথা। এরপর তিনি বললেন, বলুন, আমার উপর কত সিয়াম আল্লাহ তা'আলা ফার্‌য করেছেন। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন ঃ রমাযান মাসের সওম; তবে তুমি যদি কিছু নফল সিয়াম আদায় কর তা হল স্বতন্ত্র কথা। এরপর তিনি বললেন, বলুন, আল্লাহ আমার উপর কী পরিমাণ যাকাত ফার্‌য করেছেন? রাবী বলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাঁকে ইসলামের বিধান জানিয়ে দিলেন। এরপর তিনি বললেন, ঐ সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে সম্মানিত করেছেন, আল্লাহ আমার উপর যা ফার্‌য করেছেন, আমি এর মাঝে কিছু বাড়াব না এবং কমাবও না। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন ঃ সে সত্য বলে থাকলে সফলতা লাভ করল কিংবা বলেছেন, সে সত্য বলে থাকলে জান্নাত লাভ করল। (৯৪৬) (আ.প্র. ১৭৫৬, ই.ফা. ১৭৬৭)

Ramadan 2025

March 27, Thursday

৮. এই মাসে স্বাওম পালন করা দশ মাসে স্বিয়াম পালন করার সমতুল্য যা ‘স্বাহীহ মুসলিম’ (১১৬৪)-এ প্রমাণিত আবূ আইয়ূব আল-আনসারীর হাদীস থেকে নির্দেশনা পাওয়া যায় যে, তিনি বলেছেন :

' من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر "

“যে রামাদ্বান মাসে স্বিয়াম পালন করল, এর পর শাউওয়ালের ছয়দিন স্বাওম পালন করল, তবে তা সারা জীবন স্বাওম রাখার সমতুল্য”।

March 28, Friday

٩٥٠. وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَإِمَّا قَالَ تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَى خَدِّهِ وَهُوَ يَقُولُ دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ حَسْبُكِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبِي.

৯৫০. আর ‘ঈদের দিন সুদানীরা বর্শা ও ঢালের খেলা করত। আমি নিজে আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম অথবা তিনি নিজেই বলেছিলেন, তুমি কি তাদের খেলা দেখতে চাও? আমি বললাম, হ্যাঁ, অতঃপর তিনি আমাকে তাঁর পিছনে এমনভাবে দাঁড় করিয়ে দিলেন যে, আমার গাল ছিল তাঁর গালের সাথে লাগান। তিনি তাদের বললেন, তোমরা যা করছিলে তা করতে থাক, হে বনূ আরফিদা। পরিশেষে আমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, তোমার দেখা কি যথেষ্ট হয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, তিনি বললেন, তা হলে চলে যাও। (৪৫৪; মুসলিম ৮/৪, হাঃ ৮৯২, আহমাদ ২৬৩৮৮) (আ.প্র. ৮৯৬, ই.ফা. ৯০২)